দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা, শনিবার, ৪ বৈশাখ ১৪১৭, ১৭ এপ্রিল ২০১০

বাংলাদেশ : বিশ্বের বুকে একটি সুখী সমাজ

ড. এম. আজিজুর রহমান

বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি এবং অতি ক্ষুদ্র আয়তনের দারিদ্রপীড়িত দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। একমাত্র কৃষিই বাংলাদেশের সম্পদ। দারিদ্রপীড়িত বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি ৪০ লাখ। আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.। প্রতি বর্গ কি.মি.-এ ৯৫০ জন লোক বাস করে। শতকরা ৮০ ভাগ বা প্রায় ১১ কোটি ৫২ লাখ লোক গ্রামে বাস করে। শতকরা ৫০ ভাগ বা প্রায় ৭ কোটি ২০ লাখ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই বলা হয়, বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। শিক্ষার হার শতকরা ৬৫ ভাগ। নারী শিক্ষার হার অনেক কম। শিল্পায়নের অভাব, বাংলাদেশের কৃষি প্রায়শই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। সেবাখাতের মান ও পরিমাণ যথেষ্ট নয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় নিম্নমানের। প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ লোক ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগই হল মাদ্রাসা। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যগত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয়, বাংলাদেশ অভাব-অনটনে জর্জরিত। অভাবে স্বভাব নষ্ট হওয়ার ফলশ্রুতিতে অপরাধ প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি। বিভিন্ন কারণে মনে হয়, বাংলাদেশের মানুষ, নারী-পুরুষ, পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজ বড়ই অসুখী। আসলে তা নয়। অতি সাম্প্রতিক একটি জরিপ মতে বাংলাদেশের সমাজ সবচেয়ে সুখী সমাজ।

ভাষাগত, জাতিগত, সাংস্কৃতিক দিক থেকে এবং ধর্মীয়ভাবে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ একটি অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয় একক দেশ। তাই বলা যায়– 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এখানকার বেশিরভাগ লোক ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে। সাধারণ মানুষের ভেতর ব্যক্তি-মানুষ, পরিবার ও সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে কাজ করে। শতকরা ৩০ ভাগ ছেলেমেয়ে বিভিন্ন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে, যেমন– আলীয়া, কওমি ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ইত্যাদি। আগে একসময় তুরস্কের ইস্তাম্বুলকে মসজিদের শহর বলা হতো। কালের পরিবর্তনে এখন বাংলাদেশের ঢাকাই হল মসজিদের শহর। বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশ একটি Conservative বা রক্ষণশীল দেশ। শতকরা ২০ ভাগ শহরবাসীর প্রায় অর্ধেকের মতো লোক শুধু ঢাকা শহরে বাস করে। ঢাকার লোকসংখ্যা ১ কোটি ২৫ লাখ। গ্রামীণ বাংলাদেশের ন্যায় ঢাকা শহরের বেশিরভাগ লোকই রক্ষণশীল। গ্রামে বসবাসকারী শতকরা ৮০ ভাগ লোক স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিকভাবেই রক্ষণশীল। রক্ষণশীল অর্থ হলো, আমরা পুরুষশাসিত সমাজে বিশ্বাসী, সংখ্যাগুরু মুসলিম প্রশাসনে বিশ্বাসী, স্থায়ী পরিবার ও দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসী, একভাষায় কথা বলি, ইসলামে নামে এক ধর্মে বিশ্বাসী, রক্ষণশীল সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করি, ছোটদের ভালোবাসি ইত্যাদি। বৈবাহিক সম্পর্ক বিনে-সুতার বাঁধন হলেও বাংলাদেশে তালাকের সংখ্যা খুবই কম। ধর্মীয় এবং সংস্কৃতিগত কারণে বাংলাদেশের মানুষ বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনে বিশ্বাসী। সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থে পারিবারিক সম্পর্ক বাংলাদেশে বিচ্ছিন্ন হয় না। দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যায় আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, নিকটতম মাতব্বর এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই অনানুষ্ঠানিক শালিসের মাধ্যমে সমস্যাদির সমাধান দিতে পারে। প্রত্যাশিতভাবে বাংলাদেশে পারিবারিক সম্পর্ক অটুট থাকে। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশ সুখী পরিবার গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক। বাংলাদেশে তালাকের হার কম, বহুবিবাহ নেই। অতি সম্প্রতি সৎ ভাই, সৎ বোন, সৎ মা ইত্যাদি সম্ভাব্য সমস্যাজনিত বিষয়গুলো বিদায় নিয়েছে। আবার পরিবারের সন্তানাদি মানুষ করার গুরু দায়িত্বটি পিতামাতাই বহন করে। এদিক থেকে বাংলাদেশ পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে অবশ্যই আলাদা ও উন্নত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমেরিকায় প্রতিটি স্কুলে এবং শ্রেণীতে মেধা অনুযায়ী প্রায় প্রথম ২০ জন ছাত্রছাত্রী Asian-American পিতামাতার সন্তান। এর কারণ হিসেবে গবেষণায় পাওয়া যায়, Children of Asian-American parents are relatively more attached to their mother than the Children of American parents. Asian-American পিতামাতার সন্তানরা ভাল লেখাপড়া করে এবং বেশি বেতনে ভাল চাকরি পায়। এভাবে কোন এক সময় আমেরিকান প্রশাসনিক ক্ষমতা এশিয়ানদের হাতে চলে যায় কিনা বিষয়টি নিয়ে আমেরিকানরা বড় উদগ্রীব। উপরিউক্ত সুখের বিষয়টি ব্যাপকভাবে এ দরিদ্রপীড়িত বাংলাদেশে বিদ্যমান। দেশ ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়ন অবশ্যই প্রয়োজন। আবার শিক্ষিত ও ক্ষমতায়িত নারীবৃন্দ নেতিবাচকভাবে বিপথগামীও হতে পারে। যেমন ৭০ দশকে ইরানে তালাকের হার ছিল শতকরা ৭-৮ ভাগ, যা নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগে। পশ্চিমা দেশগুলোতে তালাকের হার গড়পড়তা ৫০ ভাগের উর্ধ্বে। আমেরিকাসহ পশ্চিমা অনেক দেশেই তালাক ও তালাকজনিত সমস্যা, মামলা-মোকদ্দমা, বিবাহ বিচ্ছেদ, সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে অনেক মানুষ বিয়েও করতে চায় না। মন্দের ভাল এবং বড়ই সুখের বিষয় বাংলাদেশে এ ধরনের, অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি। বাংলাদেশে নারী শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়নে আমরাও স্বচেষ্ট। নারী ক্ষমতায়নে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো আমাদের জীবনে নেতিবাচক কোন সমস্যা হচ্ছে না। একথা ঠিক। আবার নারী শিক্ষায় আমরা কিছুটা হলেও বৈষম্য করি। যেমন ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কুল ভর্তির সংখ্যা কম। পিতামাতার বৈষম্যজনিত কারণে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি। আমাদের দেশে ছেলে ও মেয়েদের বৈবাহিক যোগ্যতার বয়স যথাক্রমে ২১ এবং ১৮। বাস্তবে গ্রাম বাংলায় অনেকেই এ নিয়মটি অনুসরণ না করলেও আগের তুলনায় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বৈবাহিক বিচ্ছেদ হ্রাস পেয়েছে। একটি পরিবারের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বামী-স্ত্রীর বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী দু-ধরনের বৈশিষ্ট্যেও ইতিবাচক দিকগুলো অবশ্যই দরকার। বহির্মুখী স্বামী বা স্ত্রী মনোরঞ্জন সংশ্লিষ্ট বিনোদনের প্রত্যাশায় সমাজের অনেক লোকের সাথে মেলামেশা করে। আবার অন্তর্মুখী স্বামী বা স্ত্রী শান্ত পরিবেশে বাড়িতে বসে গঠনমূলক চিন্তা ভাবনা করে। বিশেষ করে বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশ সমাজ অন্তর্মুখী। বর্হিমুখীজনিত কারণ, বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব, মানসিক রোগী হওয়ার আশঙ্কা ইত্যাদি অনেক নেতিবাচক পরিবেশ পরিস্থিতি বাংলাদেশে বেশ অনুপস্থিত। এগুলোও পারিবারিক ও সামাজিক শান্তির বিষয় বটে।

বাংলাদেশের যোগাযোগের ব্যবস্থা অনুন্নত, দরিদ্রপীড়িত মানুষের আয়-উন্নতিও খুব বেশি নয়। নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতার অপ্রতুলতা এবং নারীদের ব্যক্তিগত আয়ের স্বল্পতা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদনের পরিবেশ পরিস্থিতির অভাব এবং স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়েসহ পুরো পরিবার ও পারিবারিক পরিবেশটি হলো বিনোদন ও চিত্তবিনোদনের একমাত্র উৎস। বাংলাদেশের বহির্মুখী নারী-পুরুষ বা বহির্মুখী পরিবারের সংখ্যা বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। মনে হয়, সামাজিক মূল্যবোধ, অভাব-অনটন, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রামীণ পরিবেশ, রক্ষণশীলতা, পশ্চিমা বিমুখী সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষার প্রবণতা, যৌথ পরিবার, সামাজিক সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য জীবনের আধুনিকতার অভাব ইত্যাদি সংশ্লিষ্টতাসহ কৃষি প্রধান দারিদ্রপীড়িত গ্রামীণ বাংলাদেশের মানুষ ও পরিবার বিশ্বের সুখী মানুষ ও সুখী পরিবার।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি